দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 2 JUL 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

শিক্ষক কর্মচারীদের আট দফা দাবিতে মিছিল সমাবেশে পুলিশের বাধা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ বাজেটে শতকরা ১০ ভাগ বেতন বৃদ্ধি ও ৩০ ভাগ মহার্ঘভাতা অন্তর্ভুক্ত না করার প্রতিবাদে এবং আট দফা দাবিতে বেসরকারী শিক্ষক কর্মচারীরা মঙ্গলবার দেশব্যাপী জেলা-উপজেলায় বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ করেছে। কেন্দ্রীয়ভাবে রাজধানীর মুক্তাঙ্গনে সমাবেশ শেষে মিছিল বের করলে পুলিশ মিছিলে বাধা দেয়। পুলিশী বাধার কারণে তারা রাস্তায় বসে পড়ে অবস্থান কর্মসূচী পালন করে। তাছাড়া সমাবেশে পুলিশ মাইকও ব্যবহার করতে দেয়নি। জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্টের উদ্যোগে এই কর্মসূচী পালিত হয়। অন্যদিকে চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে বেসরকারী

(৭- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

শিক্ষক কর্মচারীদের ২

(৮-এর পাতার পর)

প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি আগামী ৯ সেপ্টেম্বর ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে মহাসমাবেশ আহ্বান করেছে। এছাড়া তারা মঙ্গলবার থেকে আগামী ৩১ আগস্ট পর্যন্ত জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর বরাবর স্মারকলিপি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্টের উদ্যোগে পূর্বঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী বেসরকারী শিক্ষক কর্মচারীরা মঙ্গলবার দুপুরে মুক্তাঙ্গনে সমাবেশ করতে গেলে পুলিশ সমাবেশে মাইক ব্যবহার করতে দেয়নি। মাইক ছাড়াই তারা সমাবেশ করে। ফ্রন্টের আহ্বায়ক ও সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদের পরিচালনায় সমাবেশে বক্তৃতা করেন অধ্যক্ষ কামরুজ্জামান, মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান, অধ্যাপক আসাদুল হক, অধ্যক্ষ আব্দুর রশীদ, অধ্যক্ষ এমএ সাত্তার, মোঃ মিজানুর রহমান চৌধুরী, এম আরজু প্রমুখ।

সমাবেশে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বলেন, বাজেট বক্তৃতায় শিক্ষাকে অগ্রাধিকারের কথা বলা হলেও সরকার শিক্ষক বাদ দিয়েই শিক্ষার কথা ভাবছেন। না হলে শিক্ষকদের আর্থিক দাবিগুলো মেনে নেয়া হতো। বাজেটে নতুন কর্মসংস্থানের কথা বলা হলেও ইতোমধ্যেই হাজার হাজার শ্রমিক ও সরকারী কর্মচারী ছাঁটাই করা হয়েছে এবং দেড় লক্ষাধিক শিক্ষক কর্মচারীর চাকরি খাওয়ার নীলনক্সা চূড়ান্ত করা হচ্ছে। তাঁরা বলেন, দলীয়করণ ও একের পর এক কালাকানুন জারি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে। এসবের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য শিক্ষক সমাজের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

সমাবেশ শেষে 'শিক্ষক কর্মচারীদের আট দফা মানতে হবে', 'ওয়াদা খেলাপীদের ক্ষমা নেই', '১০ ভাগ বর্ধিত বেতন, ৩০ ভাগ মহার্ঘ ভাতা দিতে হবে' ইত্যাদি প্লেকার্ড ও স্লোগান সহকারে একটি মিছিল জিরো পয়েন্ট ও বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউ হয়ে পুনরায় জিরো পয়েন্ট হয়ে তোপখানা রোড দিয়ে প্রেসক্লাব অভিমুখে যাত্রা করলে পল্টনে পুলিশ মিছিলে বাধা দেয়। এতে শিক্ষক কর্মচারীরা রাস্তায় বসে পড়ে এবং আধঘণ্টা অবস্থান ধর্মঘট পালন শেষে কর্মসূচী সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্টের উদ্যোগে ঢাকার বাইরে খুলনা, সিলেট, চট্টগ্রাম, সাতক্ষীরাতেও কর্মসূচী পালনের সংবাদ পাওয়া গেছে।